

GILLETTE: BILLED AFTER DEATH

FERDINANDO FREGA



GILLETTE: মৃত্যুর পরে বিল

The Art of Attraction · 07

মরাটা কখনও সমস্যা হয়ে ওঠেনি। আমার মতো একজন মানুষের কাছে একমাত্র চিন্তা ছিল জায়গা বাছাই, আর সেই সুযোগ পেলে আমি নিশ্চয়ই সেরাটাই বেছে নিতাম: এমন এক নারীর বিছানা, যাকে আমি চিনি না।

আমার মতে, আমরা যা আছি আর যা হব তার মাঝে সেটাই ছিল নিঃসন্দেহে সবচেয়ে চমৎকার উত্তরণের বিন্দু, বরাবরই পরিকল্পনা ছিল যৌতুক হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার আনন্দের অ্যাপটা।

আহাহাহাহাহাহা

ক্লিনিক্যাল কোমার ছটা পর্ব চেষ্টা করেছিল আর ব্যর্থ হয়েছিল, মোটা দাগে ঘোষিত আয়ু আটচল্লিশ ঘণ্টা থেকে বড়জোর তিরিশ দিনের মধ্যে। কিন্তু যাঁরা এই পূর্বাভাস দিতেন তাঁরা প্রায়ই ছিলেন ডাক্তার — সেই ডাক্তার যাঁদের প্রেসক্রিপশনের খরচ দেয় সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা, আর শুধু তাঁরাই নন: সেই ডাক্তারও যিনি ওষুধ কোম্পানির জন্য নির্দিষ্ট প্রেসক্রিপশনের ভেতরে লুকোনো ফি দিয়ে প্রেমিকাকে নিয়ে ছুটিতে যান — আর কখনও, কোনোদিনই, আবহাওয়াবিদ্যার কোনো বিশেষজ্ঞের সত্যিকারের পূর্বাভাস নয়।

আর প্রতিবার, বিছানার পাশে পড়ে থাকত — সময়মতো, আর যতদূর মনে পড়ে সবসময় সেই একটাই, একই মাপ আর রং, একই খুঁটিনাটি, বাতাসের কোনো ফুটো নেই, যেন মাপ নিয়ে বানানো — নামের ট্যাগসহ একটা কফিন: FERDINANDO FREGA।

কেউ হাসত না, কিন্তু সেটা সবসময় ওখানেই থাকত, অপেক্ষায়, যতক্ষণ নরকের পরিচালকমণ্ডলী ঠিক করত কোনটা বেশি সুবিধার — আমাকে পৃথিবীতে রেখে দেওয়া, gillettenarrative.com দিয়ে সবার পাছায় যন্ত্রণা হয়ে থাকতে, নাকি আমাকে সেই জায়গায় পার

হতে দেওয়া, ফোন আর টাকা ছাড়া, যেখানে আমি হয়তো একটা নতুন ALFHABETDEVIL তৈরি করতাম, যা নিশ্চয়ই ওদের বর্তমান ফরম্যাটকেও নাড়িয়ে দিত।

আর যখন স্পষ্ট হল যে আমি পৃথিবীতেই থাকছি, একদিন অন্ত্যেষ্টি সংস্থার বিলও এসে হাজির, বিবরণ আর খরচের খাতে এই লেখা নিয়ে:

শববাহী গাড়ির ৬টি থামা;

কফিন সংরক্ষণ;

দ্বিস্তর খোলের মডেল, মাপ XXL;

তিরিশ ঘণ্টার জন্য নিযুক্ত আটজন শববাহক;

রক্ষণাবেক্ষণ আর প্রস্তুত অবস্থায় অপেক্ষার সময়;

কর আর ভ্যাট।

সুদ আর মূল্য সমন্বয়।

মোট: 3,500 ইউরো, বিলের তারিখ থেকে 30 দিনের মধ্যে ব্যাংক ট্রান্সফারে দেয়।

ঘোরের মধ্যে আমি প্রাপকের বিবরণ দেখতে গেলাম, নিশ্চিত যে এটা ভুল, আর তার বদলে পেলাম আমার নিজেরটাই, একেবারে নির্ভুল। কোনো সন্দেহ ছিল না: মৃত মানুষটাকে জীবিত মানুষটার জন্য দাম দিতে হবে, আর দাবিটা তর্কের ঊর্ধ্বে।

কিন্তু কেউ জানত না যে আমি এমন একজন, যাকে তুমি আশা করো না। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে, অবসর সময়ে আর বাড়িতে দীর্ঘ অপেক্ষার মধ্যে, আমি অন্ত্যেষ্টি সংস্থায় ফোন করার ব্যবস্থা করলাম, মৃতের ছেলে সেজে। কিছুটা সময় খরচ করে, একের পর এক রসিকতায়, আর সেক্রেটারির সহানুভূতি জিতে, আমি তাকে

ডিনারে আমন্ত্রণ জানালাম, আর রাজি হতে তার কোনো অসুবিধা হল না। হাজার হোক, আমি তো শুধু মৃত মানুষটার ছেলে।

আমি ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখব আর বুঝব এরপর কী ঘটে, যখন একজন মানুষকে সংজ্ঞা অনুযায়ীই মৃত ধরা হয় — কিন্তু আমি সেটা বলতে পারব জীবিত অবস্থায়। এটাই আমাকে মুগ্ধ করছিল।

আমি তাকে তার বাড়ি থেকে আনতে গেলাম। সে মেখেছিল কড়া, মিষ্টি একটা সুগন্ধি, সেই ধরনের যা বলে আমাকে নাও, আমি তোমার। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, প্রথম যৌবনের ফুল ঠিক বলা যায় না।

আমি বেশ খানিকটা বড় ছিলাম, কিন্তু আমার পরিবারে বয়স সবসময় ছিল একটা মতামত, জন্মসনদের কোনো তথ্য নয়, আর তাছাড়া, পরিচয়পত্র নিয়ে কেউ বিছানায় যায় না: ওটা গির্জার জন্য, বিয়ের সময়।

ডিনারের পর আমি মৃত্যুর বিলটা নিয়ে আপত্তি তুললাম — পরিষেবাগুলো নিয়ে নয়, সেগুলো পবিত্র আর তর্কের ঊর্ধ্বে, বরং সেগুলোর মান আর ধরন নিয়ে, যা না ঠিক করা হয়েছিল না প্রস্তাব করা হয়েছিল: অর্ডারটা নিজে থেকেই চলে গিয়েছিল। বেচারি মুহূর্তটার অস্বস্তি টের পেল আর আমাকে ছাড় দেওয়া ছাড়া তার উপায় রইল না। কিন্তু কত?

আমি আক্রমণাত্মক দেখাতে চাইনি — হাজার হোক, আমি ছিলাম অনুমিত মৃত — তাই টাকার ব্যাপারটা আরেক দিনের জন্য তুলে রাখলাম, আর সে রাজি হল।

ডিনারের দাম মেটানোর সময় এলে, যেন জাদুবলে, টের পেলাম মানিব্যাগটা আমার কাছে নেই, কিন্তু সে এতটাই দয়ালু আর ভদ্র ছিল যে বলল সে-ই দেখে নেবে, কোনো সমস্যা নেই। অঙ্কটা আজও মনে আছে: 169 ইউরো।

বেরিয়ে আসার পর আমি তাকে বাড়ি পৌঁছে দিলাম আর ক্ষমা চাইলাম। বুঝিয়ে বললাম যে আমার সব কাগজপত্রসহ মানিব্যাগটা হারিয়েছি আর, সেই সন্ধ্যার জন্য, রোমান্সও হারানো জিনিসের মধ্যেই থেকে যাবে।

সে হাসল কিন্তু কোনো মন্তব্য করল না। মাথা নাড়ল, যেমনটা শুধু মেয়েরাই জানে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে আমি তাকে মেসেজ করলাম যে ওটা খুঁজে পেয়েছি, আর তারপর সেই লাইনগুলো, যা তাকে হতভম্ব করে দিল: জানো, আমিই সেই বিলের লোক।

তোমাকে বলেছিলাম আমি মৃত।

সমস্যা হল, আমি এখনও বেঁচে আছি, আর তোমার কোম্পানির টাকা খরচ করিয়ে চলেছি।

169 ইউরোই তার প্রমাণ।

যে মানুষ মরে না, তাকে কখনও বিশ্বাস কোরো না।

Ferdinando